ডিজিজ সিরিজ-১৮

Treatment of Tongue
symptoms in homoeopathy

হোমিওপ্যাথিতে

জিহ্বা দেখে চিকিৎসা

(জিহ্বা দেখে চিকিৎসা শিখুন)

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

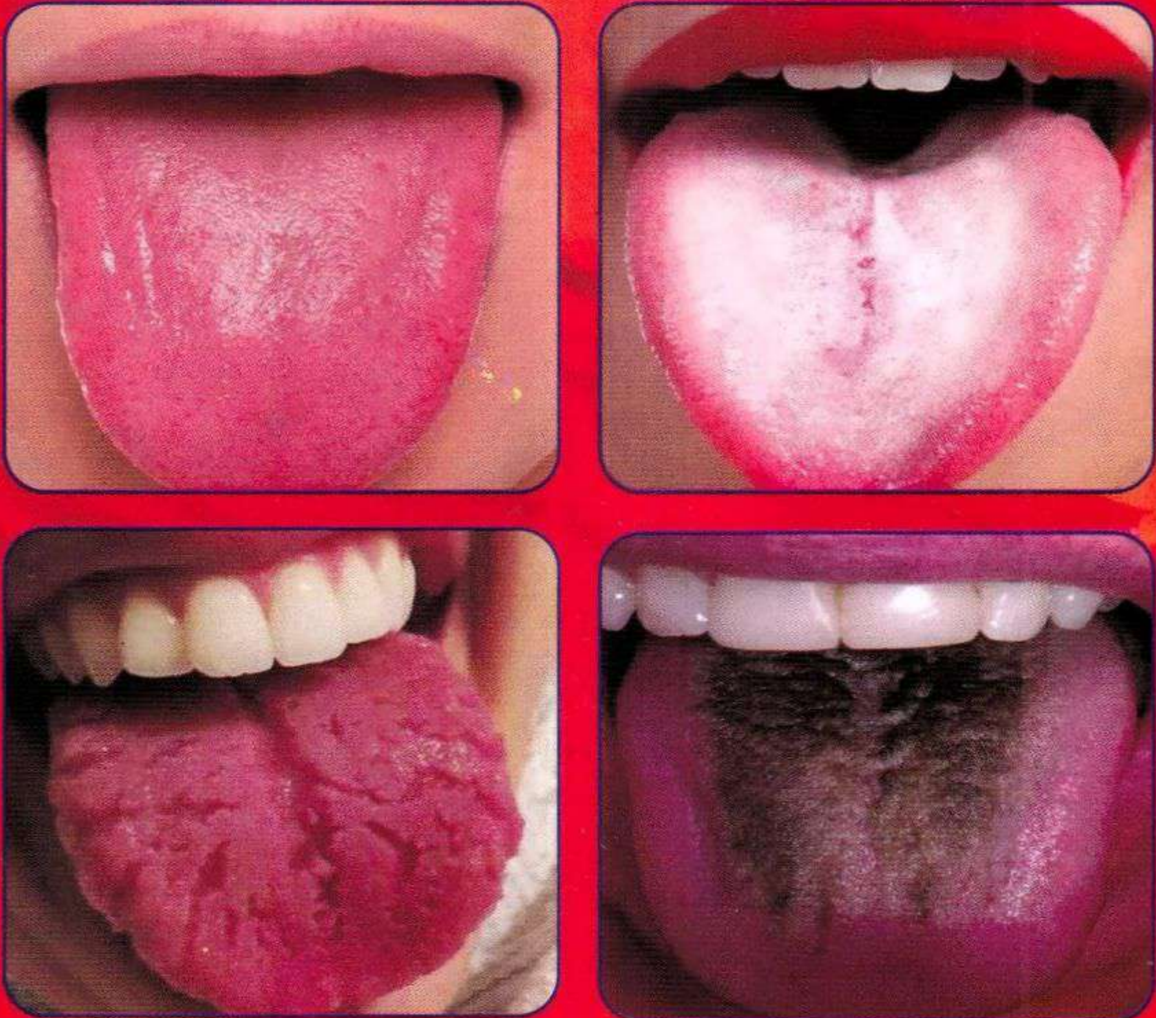

সূচিপত্র

1.	জিহ্বাহ বিষয়ক কিছু তথ্য	২৪
2.	রোগীলিপি কি এবং কেন	৩২
হোমিওপ্যাথিতে যে সকল ওষুধে জিহ্বার লক্ষণ রয়েছে, সে সব ওষুধ		
1.	Abrotanum (এব্রোটেনাম)	৩৮
2.	Acid Benzoic (এসিড বেঞ্জয়িক)	৩৮
3.	Acid Carboneum (এসিড কার্বোলিক)	৩৯
4.	Acid Chryso (এসিড ক্রাইসো)	৩৯
5.	Acid Floricum (এসিড ফ্লোরিকাম)	৪০
6.	Acid Hydrocyanic (এসিড হাইড্রোসিয়ানিক)	৪১
7.	Acid Lactic (এসিড ল্যাকটিকাম)	৪১
8.	Acid Muriaticum (এসিড মিউরিয়েটিকাম)	৪২
9.	Acid Nitricum (এসিড নাইট্রিকাম)	৪৩
10.	Acid Oxalicum (এসিড অক্সালিক)	৪৩
11.	Acid Phosphoricum (এসিড ফসফরিকাম)	৪৪
12.	Acid- Picricum (এসিড পিক্রিক)	৪৫
13.	Acid Salicylicum (এসিডস্যালিসিলিকাম)	৪৫
14.	Acid Sulphuricum (এসিড সালফ)	৪৬
15.	Aconitum Napellus (একোনাইট ন্যাপ)	৪৭
16.	Actaea Racemosa (একটিয়া রেসিমোসা)	৪৮
17.	Actaea Spicata (একটিয়াস্পিক্যাটা)	৪৮
18.	Aethusa Cynapium (ইথুজা সিনেপিয়াম)	৪৯
19.	Agaricus aminita varnos (এগারিকাস অ্যামানিটা ভারনস)	৪৯
20.	Agaricus phallodes(এগারিকাসফ্যালয়ডেস)	৫০
21.	Ailanthus Glandulosa (এইল্যান্থাস গ্রান্ডুলোসা)	৫১

22.	Allium Cepa (এলিয়াম সিপা)	৫১
23.	Allium Sativum (এলিয়াম স্যাটাইভাম)	৫২
24.	Aloe Socotrina (এলোসকোট্রিনা)	৫২
25.	Alumen (এলুমেন)	৫৩
26.	Alumina (এলুমিনা)	৫৩
27.	Ambra Grisea (অ্যামব্রাগ্রিসিয়া)	৫৪
28.	Ammonicum Bromatum (এমোনিকাম ব্রোমেটাম)	৫৫
29.	Ammonium Carbonicum (অ্যামোনিয়াম কার্বোনিকাম)	৫৫
30.	Ammonium causticum (এমোনিয়াম কস্টিকাম)	৫৬
31.	Ammonium Muriaticum(অ্যামোনিয়ামমিউরিয়েটিকাম)	৫৬
32.	Amygdalus persica (এমিগডেলাস পার্সিকা)	৫৭
33.	Anacardium Orientale (অ্যানাকার্ডিয়ামওরিয়েন্টাল)	৫৮
34.	Anantherum Muricatum (অ্যানান্থেরাম মিউরিকেটাম)	৫৮
35.	Angustura Vera (এঙ্গাস্টিউরা ভেরা)	৫৯
36.	Anthracinum(এনথ্রাসিনাম)	৬০
37.	Antimonium Crudum(এন্টিম ক্রুড)	৬০
38.	.Antimonium Tart(এন্টিম টার্ট)	৬১
39.	Apis Mellifica(এপিস মেলিফিকা)	৬২
40.	Apocy Cannabinum(এপোসাইনামক্যানাবিনাম)	৬২
41.	Aranea-Diadema (এরেনিয়া ডাইয়েডিমা)	৬৩
42.	Argentum Metallicum(আর্জেন্টাম মেটালিকাম)	৬৩
43.	Argentum Nitricum(আর্জেন্টামনাইট্রিকাম)	৬৪
44.	Arnica Montana(আর্নিকা মন্টেনা)	৬৫

45.	Arsenicum Album(আর্সেনিক এল্বাম)	৬৫
46.	Arsenicum Hydrogenisatum (আর্সেনিকাম হাইড্রোজেনিসেটাম)	৬৭
47.	Arsenicum Iodatum(আর্সেনিক আয়োডেটাম)	৬৭
48.	Ars Sul-R (আর্স সালফ রুব্রাম)	৬৮
49.	Arundo Mauritanica (এরান্ডো মরিট্যানিকা)	৬৮
50.	Asafoetida (এসাফিটিডা)	৬৯
51.	Asarum Europaeum (এসারামইউরোপাম)	৬৯
52.	Asclepias Tuberosa (এসক্লিপিয়াস টিউবারোসা)	৭০
53.	Asparagus Officinalis(এসপ্যারেগাস অফিসিন্যালিস)	৭১
54.	Astacus Fluviatilis(এসটেকাসফ্লুভিয়াটলিস)	৭১
55.	Asterias Rubens (এস্টিরিয়াসরিউবেন্স)	৭২
56.	Atropinum purum (এট্রোপিনাম পিউরাম)	৭২
57.	Aurum Metallicum(অরাম মেটালিকাম)	৭৩
58.	Aurum Muriaticum (অরাম মিউরেটিকাম)	৭৩
59.	Aurum Muriaticum Natronatum(অরাম মিউর নেট্রোনেটাম)	৭৪
60.	Badiaga(ব্যাডিয়াগা)	৭৫
61.	Baptisia Tinctoria(ব্যাপটিসিয়া টিংটুরিয়া)	৭৫
62.	Baryta Carbonica (ব্যারাইটা কার্বনিকা)	৭৬
63.	Baryta iodatum (ব্যারাইটা আয়োডেটাম)	৭৬
64.	Baryta Muriatica (ব্যারাইটামিউরিয়েটিকা)	৭৭
65.	Belladona (বেলেডোনা)	৭৭
66.	Berberis Aquifolium (বার্বেরিস একুইফোলিয়াম)	৭৮
67.	Berberis Vulgaris (বার্বেরিস ভালগেরিস)	৭৯

68.	Bismuthum Oxidum (বিসমাথ)	৭৯
69.	Bismuthum subnitricum (বিসমাথাম সাবনাইট্রিকাম)	৮০
70.	Boletus laricis (বোলেটাস ল্যারিসিস)	৮০
71.	Borax (বোরাক্স)	৮১
72.	Bothroph Lanciolatus(বোথ্রোপস ল্যান্সিয়োলেটাস)	৮১
73.	Bovista (বোভিস্টা)	৮২
74.	Bromium (ব্রোমিয়াম)	৮২
75.	Bryonia Alb (ব্রায়োনিয়া এ্যাল্বম)	৮৩
76.	Bufo Rana (বিউফো রানা)	৮৪
77.	Cactus Grandi (ক্যাক্টাস গ্র্যান্ডি)	৮৪
78.	Cadmium Sulphuratum (ক্যাডমিয়াম সালফিউরেটাম)	৮৫
79.	Cahinca (কেহিনকা)	৮৬
80.	Caladium Saguinum (ক্যালাডিয়াম সেগুইনাম)	৮৬
81.	Calcarea Acetica (ক্যালকেরিয়া এসিটিকা)	৮৭
82.	Calc Arsenica (ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা)	৮৭
83.	Calc Carbonica (ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা)	৮৮
84.	Calc Fluorata (ক্যালকেরিয়া ফ্লোরেটা)	৮৯
85.	Calcarea Hypophosphorosa (ক্যালকেরিয়া হাইপোফসফরোস)	৮৯
86.	Calc Phosphorica (ক্যালকেরিয়া ফস্ফোরিকা)	৯০
87.	Calc Sulphurica (ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা)	৯০
88.	Campora Officinalis (ক্যাম্ফর অফিসিনেলিস)	৯১
89.	Cannabis Indica (ক্যানাবিস ইন্ডিকা)	৯২
90.	Cannabis Sativa (ক্যানাবিস স্যাটাইভা)	৯২

91.	Cantharis Versicatoria (ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরি)	৯৩
92.	Capsicum (ক্যাপ্সিকাম)	৯৩
93.	Carb Animalis (কার্ব্বো অ্যানিমেলিস)	৯৪
94.	Carboneum Sulpuratum (কার্বোনিয়াম সালফ)	৯৫
95.	Carboneum Vegetabilis (কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস)	৯৫
96.	Cardus marianus (কার্ডুয়াস মেরিয়ানা)	৯৬
97.	Carlsbad Aqua (কার্লসবাড একুয়া)	৯৭
98.	Cascara Sagrada (ক্যাসকার স্যাগরেডা)	৯৭
99.	Cascarilla (ক্যাস্কেরিলা)	৯৭
100.	Castanea Vesc-(ক্যাষ্টেনিয়া ভেস্কা)	৯৮
101.	Castor Eque (ক্যাস্টার একুয়া)	৯৮
102.	Caulophyllum Thalictroides (কলোফাইলাম থ্যালি)	৯৯
103.	Causticum (কস্টিকাম)	৯৯
104.	Cedron (সিড্রন)	১০০
105.	Chamomilla (ক্যামোমিলা)	১০০
106.	Chelidonium Majus (চেলিডোনিয়াম মেজাস)	১০১
107.	Chimaphila Umbellata (চিমাফিলা আম্বেলেটা)	১০২
108.	China (চায়না)	১০২
109.	Chininum Arsenicosum (চিনিনাম আর্সেনিকোসাম)	১০৩
110.	Chininum Sulphuricum (চিনিনাম সালফ)	১০৪
111.	Chloral Hydrate(chlol) (ক্লোরাম হাইড্রেট)	১০৪
112.	Cholesterinum (কোলেস্টেরিনাম)	১০৫
113.	Cicuta Virosa (সিকিউটা ভিরোসা)	১০৫

114.	Cimex Acanthia (সাইমেক্স একান্থিয়া)	১০৬
115.	Cina Maritima (সিনা ম্যারিটিমা)	১০৬
116.	Cinnabaris (সিনাবেরিস)	১০৭
117.	Cistus Canadensis (সিস্টাস ক্যানাডেন্সিস)	১০৭
118.	Clematis Erc (ক্লিমেটিস ইরেক্টা)	১০৮
119.	Cobaltum (কোবাল্টাম)	১০৮
120.	Coca (কোকা)	১০৯
121.	Cocculus Indica (ককুলাস ইন্ডিকা)	১০৯
122.	Coccus Cacti (কক্কাস ক্যাক্টাই)	১১০
123.	Cochlearia Armoracea (কচলিরিয়া আরমোরাসিয়া)	১১১
124.	Coffea Cruda (কফিয়া ক্রুডা)	১১১
125.	Colchicum Autumnale (কলচিকাম অটামনেল)	১১২
126.	Collinsonia Canadensis (কলিনসোনিয়া ক্যানাডেন্সিস)	১১২
127.	Colocynthis (কলোসিন্থ)	১১৩
128.	Comocladia Dentata (কমোক্লেডিয়া ডেন্ট্যাটা)	১১৪
129.	ConiumMaculatum (কোনিয়াম মেকুলেটাম)	১১৪
130.	Convallaria Majalis (কনভেলেরিয়া মেজালিস)	১১৫
131.	Copaiva Officinalis (কোপাইভা অফিসিন্যালিস)	১১৫
132.	Corallium Rubrum (কোরালিয়াম রুব্রাম)	১১৬
133.	Cornus Circinata (কর্নাস সার্সিনেটা)	১১৬
134.	Crocus Sativus (ক্রোকাস স্যাটাইভা)	১১৭
135.	Crotalus Cascavella (ক্রোটেলাস ক্যাস্কাভেলা)	১১৭
136.	Crotalus Horridus (ক্রোটেলাস হরিডাস)	১১৮
137.	Croton Tiglium (ক্রোটন টিগলিয়াম)	১১৯
138.	Cubeba Officinalis (কিউবেবা অফিসিন্যালিস)	১১৯

139.	Cuprum Arsenicosum (কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম)	১২০
140.	Cuprum Metallicum (কুপ্রাম মেটালিকাম)	১২০
141.	Curare Woorani (কুরারী ওরানি)	১২১
142.	Cyclamen Europaeum (সাইক্লোমেন ইউরোপিয়াম)	১২১
143.	Daphne Indica (ড্যাফনি ইন্ডিকা)	১২২
144.	Digitalis Purpurea (ডিজিটালিস পারপিউরিয়া)	১২৩
145.	Dioscorea Villosa (ডায়োসকোরিয়া ভিলোসা)	১২৩
146.	Dolichos Pruriens (ডলিকস প্রুরিয়েন্স)	১২৪
147.	Drosera Rotundifolia (ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া)	১২৪
148.	Dulcamara (ডালকামারা)	১২৫
149.	Echinacea Rudbeckia (ইচিনেসিয়া রাডবেকিয়া)	১২৬
150.	Elaps Corallinus (ইল্যাপ্স কোরালিনাস)	১২৬
151.	Elaterium Ecbalium (ইলাটেরিয়াম একবেলিয়াম)	১২৭
152.	Eucalyptus Globulus (ইউক্যালিপটাস গ্রোবিউলাস)	১২৭
153.	Eupatorium perfoliatum (ইউপেটোরিয়ামপার্ফোলিয়েটাম)	১২৮
154.	Eupatorium Purpureum (ইউপেটোরিয়ামপারপিউরিয়াম)	১২৮
155.	Euphorbium Resinifera (ইউফর্বিয়াম রেসিনিফেরা)	১২৯
156.	Euphrasia Officinallis (ইউফ্রেসিয়া অফিসিন্যালিস)	১৩০
157.	Ferrum Arsenicosum (ফেরাম আর্সেনিকোসাম)	১৩০
158.	Ferrum Iodatum (ফেরামআয়োডেটাম)	১৩১
159.	Ferrum Metalicum (ফেরাম মেটালিকাম)	১৩১
160.	Ferrum Muriaticum (ফেরাম মিউরেটিকাম)	১৩২
161.	Ferrum Phosporicum (ফেরামফসফরিকাম)	১৩৩
162.	Formalin (ফর্মালিন)	১৩৩

163.	Gambogia (গ্যাম্বোজিয়া)	১৩৪
164.	Gelsemium Sempervirens (জেলসিমিয়াম সেমপারভিরেন্স)	১৩৪
165.	Ginseng (জিনসেং)	১৩৫
166.	Glonoine (গ্লোনইন)	১৩৫
167.	Gnaphalium polycephalum (ন্যাফেলিয়াম পলিসিফেলাম)	১৩৬
168.	Gossypium Herbaceum(গসিপিয়াম হার্বেসিয়াম)	১৩৭
169.	Graphites (গ্রাফাইটিস)	১৩৭
170.	Gratiola Officinalis (গ্রাটিউলা অফিসিন্যালিস)	১৩৮
171.	Guaiacum Officinalis (গুয়েকাম অফিসিন্যালিস)	১৩৮
172.	Hamamelis Virginica (হ্যামামেলিস ভার্জিনিকা)	১৩৯
173.	Helleborus Niger (হেলিবোরাস নাইজার)	১৪০
174.	Helonius Dioica (হেলোনিয়াস ডায়োয়িক)	১৪০
175.	Hepar Sulphuris (হিপার সালফিউরিস)	১৪১
176.	Hippozzenium (হিপোজিনিয়াম)	১৪২
177.	Hura Brasiliensis (হিউরা ব্রেজিলিয়েন্সিস)	১৪২
178.	Hydrastis Canadensis (হাইড্রাস্টিস ক্যানাডেন্সিস)	১৪৩
179.	Hydrophobinum (হাইড্রোফোবিনামবা লাইসিন)	১৪৩
180.	Hyoscyamus (হায়োসায়েমাস)	১৪৪
181.	Hypericum Perforatum (হাইপারিকাম পার্ফোরেটাম)	১৪৫
182.	Ignatia (ইগ্নেসিয়া)	১৪৫
183.	Indigo (ইন্ডিগো)	১৪৬
184.	Iodium (আয়োডিয়াম)	১৪৭
185.	Iodoformium (আয়োডোফর্মিয়াম)	১৪৭
186.	Ipecac (ইপিকাক)	১৪৮

267.	Rhus Tox (রাসটক্স)	২০০
268.	Rhus V (রাসভিনিনেট)	২০১
269.	Rumex Crispus (রিউমেক্স ক্রিস্পাস)	২০২
270.	Ruta Gravolens (রুটা গ্র্যাভি)	২০২
271.	Sabadilla Officinalis (স্যাবাডিলা অফিসিন্যালিস)	২০৩
272.	Sabina Officinalis (স্যাবাইনা অফিসিন্যালিস)	২০৪
273.	Sambucus Nigra (সামবিউকাস নায়গ্রা)	২০৪
274.	Sangunaria Canadensis (স্যাঙ্গুইনেরিয়াক্যানাডেনসিস)	২০৫
275.	Sanicula (স্যানিকিউলা)	২০৬
276.	Sarsaparilla Officinalis (সার্সাপ্যারিলা অফিসিন্যালিস)	২০৬
277.	Secale Cornutum (সিকেল কর)	২০৭
278.	Selenium Metalicum (সেলেনিয়াম মেটালিকাম)	২০৮
279.	Senecio Aureus (সেনেসিও অরিয়াস)	২০৮
280.	Senega Officinalis (সেনেগা অফিসিন্যালিস)	২০৯
281.	Sepia Officinalis (সিপিয়া অফিসিন্যালিস)	২০৯
282.	Silicea Terra (সাইলেসিয়া টেরা)	২১০
283.	Sinapis Alba (সিনাপিস এল্বা)	২১১
284.	Sinapis Nigra (সিনাপিস নাইগ্রা)	২১১
285.	Spigelia Anthelmia (স্পাইজেলিয়া এনথেলমিয়া)	২১২
286.	Spongia Tosta (স্পঞ্জিয়া টোস্টা)	২১৩
287.	Squila Hispania or Scilla (সিলা বা স্কুইলা)	২১৩
288.	Stannum Met (স্ট্যানাম মেট)	২১৪
289.	Staphisagria (স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া)	২১৫
290.	Sticta pulmonaria (স্টিক্টা পালমোনারি)	২১৫
291.	Stramonium (স্ট্র্যামোনিয়াম)	২১৬
292.	Strontium Carbonate (স্ট্রন্সিয়াম কর্বোনিকা)	২১৭

293.	Sulphur (সালফার)	২১৭
294.	Sumbulus Moschata (সাম্বিউলাস মস্কাটা)	২১৮
295.	Syphilinum (সিফিলিনাম)	২১৯
296.	Tabacum (ট্যাবেকাম)	২২০
297.	Taraxacum Officinalis (ট্যারেক্সেকাম অফিসিনালিস)	২২১
298.	Tarentula Hispanica (ট্যারেন্টুলাহিস্প্যানিয়া)	২২১
299.	Tellurium (টেলিউরিয়াম)	২২২
300.	Teucrium Marum (টিউক্রিয়াম ম্যারাম)	২২৩
301.	Theridion Curassavicum (থেরিডিয়ম কিউরেসাভিকাম)	২২৩
302.	Thuja Occ (থুজা অক্সি)	২২৪
303.	Tuberculinum Bovinum (টিউবারকুলিনাম বোভিনাম)	২২৫
304.	Ustilago Maydis (অ্যাস্টিল্যাগো মেডিস)	২২৬
305.	Valeriana Officinalis (ভ্যালেরিয়ানা অফিসিনালিস)	২২৬
306.	Variolinum (ভ্যারিওলিনাম)	২২৭
307.	Veratrum Album (ভেরেট্রামঅ্যাল্বাম)	২২৭
308.	Verbascum thapsus(ভার্ব্যাসকাম বা মূলেনঅয়েল)	২২৮
309.	Viburnum Opulus (ভাইবার্ণামঅপুলাস)	২২৯
310.	Vinca Minora (ভিনকামাইনরা)	২২৯
311.	Viola Odorata (ভায়োলা ওডোরেটা)	২৩০
312.	Zincum Metallicum (জিঙ্কাম মেটালিকাম)	২৩০
313.	Zingiber (জিঞ্জিবার)	২৩১

১	জিহ্বার চিত্র	২৩৩

হোমিওপ্যাথিতে যে সকল ওষুধে জিহ্বার লক্ষণ রয়েছে, সে সব ওষুধের সকল জিহ্বার লক্ষণ নিচে দেওয়া হলো-

1. Abrotanum
(এব্রোটেনাম)

জিহ্বা	স্বাদ	ধরন বা যেমন স্বাদ- পিচ্ছিল, টক।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রোগ বা রোগের রূপান্তর।
- ➢ উদরাময়ে উপশম ।
- ➢ ক্ষয়দোষ বা প্রবল ক্ষুধা থাকা সত্ত্বে ও দেহ শুকিয়ে যায়।
- ➢ বাচালতা।

তাহলে এই ওষুধটির জিহ্বার লক্ষণে রোগীর যে কোন সমস্যায় ফলপ্রদ।

- ❖ বৃদ্ধি- শীতল বাতাসে, ভিজা ঠান্ডায়, বাত লক্ষণ চাপা পড়লে।
- ❖ উপশম- নড়াচড়ায়, তরল মলত্যাগে ও সঞ্চালনে।

2. Acid Benzoic
(এসিড বেঞ্জয়িক)

জিহ্বার লক্ষণ	২য় গ্রেড	ফাটলযুক্ত।
	স্বাদ	ধরন বা যেমন স্বাদ- তিক্ত, রক্তের ন্যায়, খাদ্যবস্তুর, স্বাদহীন, খাদ্য লবনাক্ত মনে হয়। যখন- সাবানের মতো পান করার পরে। যার- পান করার পর পানি স্বাদহীন মনে হয়, রুটি ধোঁয়াটে লাগে। একক- সাবানের মতো পান করার পরে।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ মূত্র গাঢ় বাদামি বর্ণের এবং মূত্রের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র।
- ➢ বেদনাসমূহ হঠাৎ তাদের স্থান পরিবর্তন করে।
- ➢ গাউট বা বাত রোগ হৃদরোগের সঙ্গে পর্যায়শীলতা ।

- ➢ খাবার সময় ঘর্ম, ফেনাযুক্ত দুর্গন্ধময় মল, গনোরিয়া বা সিফিলিস গ্রস্ত রোগীর দেহের গেটে বাত বা বাত প্রবণ অবস্থা।

তাহলে এই ওষুধটির জিহ্বার লক্ষণে রোগীর যে কোন সমস্যায় ফলপ্রদ।

- ❖ বৃদ্ধি- খোলা বাতাসে, গায়ের কাপড় খুললে।
- ❖ উপশম- উত্তাপে, প্রচুর মূত্র নির্গমনে, মূত্রে তলানি বৃদ্ধি পেলে।

3. Acid Carboneum
(এসিড কার্বোলিক)

জিহ্বার লক্ষণ	৩য় গ্রেড	শুষ্ক, ফাটলযুক্ত।
	স্বাদ	ধরন বা যেমন স্বাদ- ধাতব।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ সব রকমের স্রাবে পচা গন্ধ। বিশেষত বসন্ত ও পোড়া ক্ষতের স্রাব।
- ➢ দারুণ যন্ত্রণা, হঠাৎ আসে অল্পক্ষণ থাকে ও হঠাৎ চলে যায়।
- ➢ প্রবল কোষ্ঠবদ্ধতা, মুখ হতে পাকস্থলী পর্যন্ত জ্বালা করে, ছোট ছোট মেয়েদের লিউকোরিয়া।
- ➢ মনে করে মাথায় যেন ফিতা বাঁধা আছে শরীর ফ্যাকাসে, ঠাণ্ডা ঘাম, মদ বা তামাক খাবার প্রবল ইচ্ছা।

তাহলে এই ওষুধটির জিহ্বার লক্ষণে রোগীর যে কোন সমস্যায় ফলপ্রদ।

- ❖ বৃদ্ধি- শীতে, পড়াশুনায়, হাঁটলে, চুল আঁচড়ালে, মানসিক পরিশ্রমে।
- ❖ উপশম- ধূমপানে, চা পানে, বাঁধলে।

4. Acid Chryso
(এসিড ক্রাইসো)

জিহ্বা	স্বাদ	ধরন বা যেমন স্বাদ- ধাতব। যখন- মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে ধাতব। একক- মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে ধাতব।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ সব রকমের স্রাবে পচা গন্ধ। বিশেষত বসন্ত ও পোড়া ক্ষতের স্রাব।
- ➢ দারুণ যন্ত্রণা, হঠাৎ আসে অল্পক্ষণ থাকে ও হঠাৎ চলে যায়।
- ➢ প্রবল কোষ্ঠবদ্ধতা, মুখ হতে পাকস্থলী পর্যন্ত জ্বালা করে, ছোট ছোট মেয়েদের লিউকোরিয়া।
- ➢ মনে করে মাথায় যেন ফিতা বাঁধা আছে শরীর ফ্যাকাসে, ঠাণ্ডা ঘাম, মদ বা তামাক খাবার প্রবল ইচ্ছা।

তাহলে এই ওষুধটির জিহ্বার লক্ষণে রোগীর যে কোন সমস্যায় ফলপ্রদ।

- ❖ বৃদ্ধি- শীতে, পড়াশুনায়, হাঁটলে, চুল আঁচড়ালে, মানসিক পরিশ্রমে।
- ❖ উপশম- ধূমপানে, চা পানে, বাঁধলে।

5. Acid Floricum
(এসিড ফ্লোরিকাম)

জিহ্বার লক্ষণ	১ম গ্রেড	ফাটলযুক্ত।
	২য় গ্রেড	স্ফীতি, শুষ্কতা, লাল অগ্রভাগ, কিনারাদ্বয়ে লাল, সাদা।
	৩য় গ্রেড	লাল।
	স্বাদ	স্থান-দাঁতের গোড়া থেকে কটু। ধরন বা যেমন স্বাদ- কটু, বিশ্রী, লেখার কালির মতো, লবনের ন্যায়, টক, মিষ্টি। একক- দাঁতের গোড়া থেকে কটু।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ গরম কাতর।
- ➢ স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকর ও দুর্গন্ধযুক্ত।
- ➢ সঙ্গমেচ্ছার প্রাবল্য।
- ➢ প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাথা ব্যথা।

তাহলে এই ওষুধটির জিহ্বার লক্ষণে রোগীর যে কোন সমস্যায় ফলপ্রদ।

- ❖ বৃদ্ধি- গরমে, গরম ঘরে, অম্ল খাদ্যে, সকালে, বিশ্রামে, দাঁড়ালে।
- ❖ উপশম- ঠাণ্ডায়, ঠাণ্ডা পানিতে গোসলে, খোলা বাতাসে, দ্রুত সঞ্চালনে, সামান্য ঘুমে, আহারে, মাথা পিছন দিকে বাঁকালে।

- বহুমূত্রে প্রস্রাব অত্যধিক এবং প্রস্রাবের বেগ খুব বেশি, ভয়ানক পিপাসা এবং প্রবল ক্ষুধা ও অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য।
- প্রচুর প্রদরস্রাব এবং স্রাব লেগে পরিহিত পরিচ্ছেদ হলুদবর্ণে রঞ্জিত হয়। পা দুটি উঁচু করে বসলে, প্রদর স্রাবকালীন সমস্ত যন্ত্রণার উপশম।

তাহলে এই ওষুধটির জিহ্বার লক্ষণে রোগীর যে কোন সমস্যায় ফলপ্রদ।

- বৃদ্ধি- ধুমপানে, সঞ্চালনে।
- উপশম- আহারে।

8. Acid Muriaticum
(এসিড মিউরিয়েটিকাম)

জিহ্বার লক্ষণ	১ম গ্রেড	শুষ্কতা।
	২য় গ্রেড	সাদা, পুরু অনুভূতি, ফাটলযুক্ত।
	৩য় গ্রেড	লাল, কিনারাদ্বয়ে লাল, কম্পন, মসৃণ চকচকে বার্নিশ করার ন্যায় চিকন।
	স্বাদ	ধরন বা যেমন স্বাদ- কটু, সঙ্কোচক, তিক্ত, পচা ডিমের মতো, চর্বির ন্যায় আঠালো, স্বাদহীন, পচাবস্তুর ন্যায়, পচা স্বাদ বাসি চর্বির ন্যায়, মিষ্টি। যার- বিয়ার মিষ্টি লাগে, খাদ্যবস্তু মিষ্টি লাগে।

এর সাথে থাকে যদি-

- মুখে ঘা, ঘা কালো নীল। জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর ক্ষত। জিহ্বা শুষ্ক চামড়ার ন্যায় ও ক্ষুদ্র।
- অর্শের বলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, বাহ্যবলী। প্রস্রাব করার সময় মলদ্বার বের হয়ে পড়ে, চুলকায়।
- রোগী অত্যন্ত খিটখিটে ও বদরাগী।
- ডিফথিরিয়া ও টাইফয়েড জ্বরে অত্যন্ত দুর্বলতা। নাড়ী দুর্বল, ক্ষুদ্র ও দ্রুত, প্রতি তৃতীয় স্পন্দন লোপ।

তাহলে এই ওষুধটির জিহ্বার লক্ষণে রোগীর যে কোন সমস্যায় ফলপ্রদ।

- বৃদ্ধি- আর্দ্র জলবায়ুতে, মধ্যরাতের পূর্বে, সমুদ্রস্নানে, শীতলতায়, হাঁটলে।
- উপশম- বামদিকে শয়নে, উত্তাপে, সঞ্চালনে।

9. Acid Nitricum
(এসিড নাইট্রিকাম)

জিহ্বার লক্ষণ	১ম গ্রেড	সাদা, লাল, ফাটলযুক্ত।
	২য় গ্রেড	কিনারাদ্বয় লাল, লাল অগ্রভাগ হলদে শুষ্কতা।
	৩য় গ্রেড	ম্যাপের মতো তালি তালি।
	স্বাদ	সময়- টক সকালে, টক সন্ধ্যাকালে, মিষ্টি প্রাতে। ধরন বা যেমন স্বাদ- স্বাদহীন, লবনের ন্যায়, জল মনে হয়, টক, মিষ্টি। যখন- তিক্ত খাওয়া সময়, কাশির সময় রক্তের ন্যায়। যার- রুটি টক লাগে। কারণ- তিক্ত খাওয়া পরে। একক- টক সন্ধ্যাকালে।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ স্রাবে দুর্গন্ধ, বিশেষতঃ প্রস্রাবে।
- ➢ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও চর্মের সন্ধিস্থলে ক্ষত বা ফেটে যাওয়া।
- ➢ কাটা ফোটার মতো ব্যথা।
- ➢ গাড়িতে চড়ে বেড়ালে উপশম, দুধে বৃদ্ধি।

তাহলে এই ওষুধটির জিহ্বার লক্ষণে রোগীর যে কোন সমস্যায় ফলপ্রদ।

- ❖ বৃদ্ধি- স্পর্শ ও চাপনে, দুধ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যে, বিশ্রামে ও রাতে, নিদ্রায় ও শব্দে, গোসলে, জাগলে।
- ❖ উপশম- যানবাহনে ভ্রমণকালে, শয়নের কিছুক্ষণ পর প্রায় সকল লক্ষণের বিশেষ করে মাথাব্যথার উপশম হয়।

10. Acid Oxalicum
(এসিড অক্সালিক)

জিহ্বার লক্ষণ	৩য় গ্রেড	সাদা, বাদামী বর্ণ, লাল কিনারদ্বয়ে লাল, লাল অগ্রভাগ, শুষ্কতা স্ফীতি।
	স্বাদ	ধরন বা যেমন স্বাদ- সঙ্কোচক, টক, স্বাদের অভাব বা স্বাদ লোপ। যার-দুধ টক লাগে গর্ভকালে।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ বেদনা নিবারক ঔষধ, আক্রান্ত স্থানে তীব্র বেদনা, কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। ইহা ঘন ঘন আসে ও ছেড়ে যায়।
- ➢ রোগী বেজায় চটপটে, কোন বিষয় মনে হওয়া মাত্র উহা কার্যে পরিণত করে।
- ➢ পীড়া সম্বন্ধে চিন্তা করলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়।
- ➢ অন্ত্রে শূল বেদনা আহারের ২ ঘণ্টা পর। পেট ফুলে ওঠে, পেটের উপরের অংশে বেদনা বায়ু জমার ফলে।

তাহলে এই ওষুধটির জিহ্বার লক্ষণে রোগীর যে কোন সমস্যায় ফলপ্রদ।

- ❖ বৃদ্ধি- বাম দিকে অতি সামান্য স্পর্শে, আলোতে, ক্ষৌরকার্যে, ীড়ার বিষয়ে চিন্তা করলে। রাত ৩ ঘটিকায় ও তলপেটের বেদনার ফলে জাগ্রত হয়।
- ❖ উপশম- মলত্যাগের পর।

11.Acid Phosphoricum
(এসিড ফসফরিকাম)

জিহ্বার লক্ষণ	২য় গ্রেড	সাদা, শুষ্কতা, কম্পন, থলথলে, ফাটলযুক্ত।
	৩য় গ্রেড	বাদামী বর্ণ, স্ফীতি, ফাটলযুক্ত।
	স্বাদ	সময়- প্রাতে পচা ডিমের মতো। ধরন বা যেমন স্বাদ- তিক্ত রুটির স্বাদ, দগ্ধ বস্তুর ন্যায় পোড়া, ওষুধের মতো, স্বাদহীন, পচাবস্তুর ন্যায়, লবনের ন্যায়, ধোঁয়াটে, টক। যখন- তিক্ত খাওয়া সময়। যার- রুটি শুষ্ক বোধ হয়। একক- ধোঁয়াটে।

এর সাথে থাকে যদি-

- ➢ অবসাদ বা অবসন্নতা।
- ➢ দুধের মতো সাদা প্রস্রাব বা ঘন ঘন প্রচুর প্রস্রাব।
- ➢ উদরাময়ে উপশম এবং মলত্যাগকালে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ।
- ➢ সম্পূর্ণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব বা উদাস ভাব।